NOV 15 2001

পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৬ ...

ভোরের কাগজ

১০ দফা দাবিতে ঢা.বি কর্তৃপক্ষকে ছাত্রলীগের ৫ দিনের আল্টিমেটাম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ১০ দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৫ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছেন। 'দাবি পূরণ না হলে ছাত্রলীগ কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ছাত্রলীগের দলীয় কার্যালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি না মানা হলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হবো।

ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিরাপদে হলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, আগামী সোমবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা বন্ধ রাখা, বিতাড়িত সকল ছাত্রলীগ কর্মীদের নিজ নিজ হলে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ, যে সব নেতাকর্মী পরীক্ষা দিতে পারেনি পুনরায় তাদের পরীক্ষা গ্রহণ, বিতাড়িত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিভিন্ন হলে নেতাকর্মীদের লুটপাট করা জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া, শিক্ষকদের প্রতি অনাচার বন্ধ, '৭৩-এর অধ্যাদেশ সমুন্নত রাখা প্রভৃতি।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, অনেক ধৈর্য ধরেছি আমরা কিন্তু এখন আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। বিভিন্ন হলের ৫ হাজার ছাত্রলীগ কর্মী আজ বিতাড়িত, পরীক্ষা দিতে পারেনি কয়েক শত ছাত্র, ক্লাস করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রলীগ কর্মীর। পরীক্ষার প্রয়োজনে এমনকি তারা লাইব্রেরিতেও যেতে পারছে না।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত মঙ্গলবার জগন্নাথ এবং জহুরুল হল দুটি ছাত্রদল দখল করে নিলে এই দুই হল থেকে প্রায় ১ হাজার ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বিতাড়িত হয়।

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদল সভাপতি এবং উপাচার্যের পদ দখলকারী অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহর যোগসাজশে গত মঙ্গলবার ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা জগন্নাথ এবং জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। উপাচার্যের বিরুদ্ধে এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেন ছাত্রলীগ আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য ছাত্রদলের ডিসি, ছাত্রদলকে দিয়ে জগন্নাথ হল নাটক মঞ্চস্থ করে ঐ হলসহ জহুরুল হক হল দখল করে নেয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কর্মীদের বিপুল চাপ সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা কোনো কঠোর কর্মসূচি দেইনি।

কিন্তু এখন ছাত্রদল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে ধর্মঘটের মতো কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য করছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাহাদুর বেপারী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আশরাফুল আজিম রুবন, লিয়াকত শিকদার, সাইফুদ্দিন নাসির প্রমুখ।